নতুন দল গড়বেন ভিপি নুর, স্লোগান ‘জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর রাজনৈতিক দল গড়বেন বলে জানিয়েছেন। দলের স্লোগান হবে ‘জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’। এছাড়া এ দলের হয়ে তিনি ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শুক্রবার রাতে সাংবাদিকদের কে নুর এসব তথ্য জানান।

এ সময় তিনি বলেন, আমাদের নেতাকর্মীদের মধ্যে এটা (নির্বাচন) নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। সেখানে অনেকেই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

নির্বাচনে অংশ নিতে আপনার ইচ্ছে আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে নুরুল হক নুর বলেন, আমরা আন্দোলন করছি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। আমি মনে করি, জনগণ দীর্ঘদিন থেকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থার পরিত্রাণের জন্য নির্বাচনের দরকার এবং ভোট কেন্দ্র থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। জনগণকে যদি ভোট কেন্দ্রে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য একটি বিপ্লব বা প্রতিরোধ ঘটানো যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আমরা যদি নির্বাচনে অংশ নেই তাহলে লক্ষ্য একটাই হবে, জনগণের এই ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, ভোটকেন্দ্র থেকে জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই ভাবনা থেকেই আমরা চিন্তা করছি যে ঢাকার দুটি আসন (ঢাকা-৫ ও ঢাকা-১৮) থেকে নির্বাচেন অংশ নেওয়া।

আপনি কোন আসন থেকে নির্বাচন করতে চান এমন প্রশ্নের জবাবে ভিপি নুর বলেন, যেহেতু এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, যদি অংশ নেই সেক্ষেত্রে – আমি উত্তরাতে দীর্ঘসময় থেকেছি। ওই অঞ্চলে আমার পরিচিতিও আছে, সেই দিক থেকে যদি নির্বাচনে অংশ নেই সেটা ঢাকা-১৮ থেকে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ছিলেন ঢাকা-১৮ আসনের সাংসদ। তিনি জ্বর, অ্যালার্জিসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৯ জুলাই রাতে থাইল্যান্ডের

একটি হাসপাতালে মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভালুকায় বাস-প্রাইভেটকার সংঘর্ষে নিহত ৬

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে শিশুসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন।

শনিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উপজেলার ডিগ্রি কলেজগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

ভালুকা মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন জানান, হালুয়াঘাট থেকে ঢাকা যাচ্ছিল ইমাম পরিবহনের দ্রুতগতির একটি বাস।

সকাল পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার কলেজগেট এলাকায় ইউটার্ন নেয়ার সময় বাসটির সঙ্গে ময়মনসিংহগামী একটি প্রাইভেটকারের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাইভেটকারের ছয়জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে দুজন শিশু, দুজন নারী ও দুজন পুরুষ রয়েছেন।

নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

সূত্র- যুগান্তর

যোগাযোগ উন্নয়নে ও বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারে চুক্তি স্বাক্ষর করবে বাংলাদেশ-ভারত

বাংলাদেশ ও ভারতের যোগাযোগ উন্নয়নে ও বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারে অচিরেই দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করবে বাংলাদেশ ও ভারত।

বৃহস্পতিবার ভারত বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সেমিনারে এমন কথা বলেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে ভারত ও বাংলাদেশে বিনিয়োগের বড় সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতা এবং যৌথ উদ্যোগের সুযোগগুলো অনুসন্ধানের জন্য ব্যবসায়ী নেতাদের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী।

হাইকমিশনার আশা প্রকাশ করেন, ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দুর্দান্ত পর্যায় এবং রেল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথে উভয় দেশ কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক যোগাযোগ পদক্ষেপের ফলে বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস করতে সহায়তা করবে। স্থিতিশীল অর্থনীতি এবং শক্তিশালী ব্যবসায়ী পরিবেশ নিয়ে তিনি বলেন, দুই দেশই বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি নতুন সুযোগগুলোও ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি এমপি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ ভারতের মধ্যকার ট্রেন যোগাযোগ দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর রেল যোগাযোগ দেশ দুটির মধ্যে যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে তার সুবিধা নিতে পারেন ব্যবসায়ীরা। কেননা রেলপথের মাধ্যমে কম খরচে এবং দ্রুত সময়ে পণ্য পরিবহন করা যায়।

ভারত -বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমেদ পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশ যেসব নতুন সুযোগ পেয়েছে তা কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এছাড়াও, শক্তিশালী বাণিজ্য নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে আরও বিনিয়োগ, সংহতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান বিনিময়ের

প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে শুক্রবার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৯। তবে এতে সুনামির কোন সতর্কতা জারি করা হয়নি এবং তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত বা ক্ষয় ক্ষতির কোন খবর পাওয়া যায়নি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা একথা জানিয়েছে।

ওই সংস্থা জানায়, সমুদ্র তলদেশের এ ভূমিকম্প সুলাওয়েজি দ্বীপের কাতাবুর প্রায় ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভূপৃষ্ঠের ৬শ’ কিলোমিটারেরও বেশি গভীরে আঘাত হানে।

খবরে বলা হয়, বন্দা সমুদ্রে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে কয়েকশ’ কিলোমিটার দূর থেকেও এটি অনুভূত হয়। ভূপৃষ্ঠের গভীরে আঘাত হানা যেকোন ভূমিকম্পের চেয়ে ভূপৃষ্ঠের স্বল্প গভীরে আঘাত হানা ভূমিকম্পের ক্ষতির প্রবণতা অনেক বেশি থাকে। ইউএসজিএস জানায়, ফলে এতে হতাহত বা ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকটা কম রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া সংস্থা জানায়, ‘এ ভূমিকম্পের ঘটনায় এখন পর্যন্ত আমরা ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর পায়নি।’ উৎপত্তি কেন্দ্রের একেবারে দক্ষিণের কুপাং থেকে এএফপি’র এক প্রতিবেদক জানান, শক্তিশালী এ ভূমিকম্পের আঘাতে ঘরবাড়ি কেঁপে উঠলে সেখানের বাসিন্দারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যায়।

অবস্থানগত কারণে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় বারবার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ২০১৮ সালে সুলাওয়েসি দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্পে এবং এরফলে সৃষ্ট সুনামিতে ৪ হাজার ৩শ’র বেশি মানুষ প্রাণ হারায় বা নিখোঁজ হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির

মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫।

২০০৪ সালে সুমাত্রা উপকূলে রিখটার স্কেলে ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প এবং সৃষ্ট ভয়াবহ সুনামির ঘটনায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ২ লাখ ২০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এতে ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়। সূত্র: এএফপি

সূত্র- ইত্তেফাক

বিএনপি বাংলাদেশে ‘দুর্নীতির বিষবৃক্ষ’ রোপণ করে গেছে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিগত বিএনপি সরকার ‘দুর্নীতির বিষবৃক্ষ রোপণ’ করে গেছে এবং বাংলাদেশ এখন তার ফল ভোগ করছে।

তিনি বলেন, ‘বিএনপির কাছে ক্ষমতা হলো দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা কামানোর উপায় এবং দেশ এখন তাদের পাঁচ বছরের দুঃশাসনকালে রোপণ করা বিষবৃক্ষের মূল্য দিচ্ছে।’

ভার্চুয়াল আলোচনায় সভাপতিত্বকালে প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার একের পর এক দুর্নীতি এবং এর সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করছে।

২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বর্বর গ্রেনেড হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য বিএনপি-জামায়াত জোটকে অভিযুক্ত করে তিনি বলেন, হত্যাকাণ্ড বিএনপির অভ্যাস।

তিনি বলেন, ‘(সত্যিকারেই) হত্যাকাণ্ড বিএনপির অভ্যাস, তারা দেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না।’

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট রাজধানীতে একটি সন্ত্রাস বিরোধী শান্তি সমাবেশে ভয়াবহ বোমা হামলার ১৬তম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আজ সকালে

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনায় অংশ নেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আলোচনা সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ।

দলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা দলীয় কার্যালয়ে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা এবং ১৫ আগস্টের হত্যাযজ্ঞে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

২১ আগস্টের হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এবং মরহুম রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিণীসহ ২৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ৫০০ বেশি লোক আহত হয়েছেন। আহতদের অনেকেই সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অন্যান্য নেতারা কোনরকমে প্রাণে রক্ষা পান। বাসস

সমুদ্র বন্দরসমূহে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত

উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্রবন্দর সমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। তাই দেশের সকল সমুদ্রবন্দরসমূহে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত বহাল রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শুক্রবার জানিয়েছে, উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি বর্তমানে ভারতের

বিহার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন অবস্থান করছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে মৌসুমী বায়ু সক্রিয় রয়েছে এবং বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্য বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্রবন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পায়রা ও মোংলা সমুদ্রবন্দরসমূহকে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। সুস্পষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ১ থেকে ২ ফুট বায়ু তাড়িত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদেরকে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলেছে আবহাওয়া অফিস।

সূত্র- ইত্তেফাক

এখনো গ্রেনেডের দুঃসহ কষ্ট সয়ে যাচ্ছেন অনেকে

২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আহতরা ভালো নেই। অনেকে এখনো গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন। মানবেতর জীবন যাপন করছেন তারা। গ্রেনেডের স্প্লিন্টারে কেউ হারিয়েছেন চোখ, কারো গেছে চলার ক্ষমতা, কেউ হারিয়েছেন শ্রবণশক্তি। অনেকে প্যারালাইসড হয়ে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করছেন, অনেকের জীবনে এখন ক্র্যাচই চলাফেরার নিত্যসঙ্গী।

আবার কারো সারা জীবনের সঙ্গী হয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা। ১৬ বছর পরও গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের যন্ত্রণায় রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারেন না

তারা। সেদিনের পরে আহতদের অনেকেই আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি। কেউ কেউ শরীরে বহন করে চলেছেন শত শত স্প্লিন্টার।

ঐ গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার কথা জানান মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী ও জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নাসিমা ফেরদৌসী। তিনি বলেন, ‘পঙ্গুত্বের জীবন যে কী কষ্টের, কী যে ভয়াবহ, সে কথা পঙ্গু না হলে জানা যায় না। আমার সুন্দর জীবনটা হারিয়ে গেছে। জোড়াতালি দেওয়া হাত-পা নিয়ে বেঁচে আছি। মাথা, বুক, দুই পা, পেট—সর্বাঙ্গে বিঁধে আছে অসংখ্য ঘাতক স্প্লিন্টার। অনেকটা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেই চলছি।’

দলের অনেক সিনিয়র নেতাও গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে প্রতিদিন দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন, নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন দলের। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। তিনিও ২১শে আগস্ট ভয়াল গ্রেনেড হামলায় মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। দেশ-বিদেশে চিকিত্সার পর এখনো সর্বাঙ্গে অসংখ্য ঘাতক স্প্লিন্টার বিঁধে রয়েছে। তিনি বলেন, ‘দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়েই আমার দিন কাটছে। অমাবস্যা ও শীতকাল এলে যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়।’

বর্বরোচিত সেই গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন। ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে এস এম কামাল হোসেন বলেন, এখনো ১০ থেকে ১২টি স্প্লিন্টার শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

১ হাজার ৮০০ স্প্লিন্টার দেহের মধ্যে নিয়ে বেঁচে আছেন মাহবুবা পারভীন। তিনি জানান, মাথার দুটি স্প্লিন্টার তাকে খুব জ্বালায়। সুঁইয়ের মতো হুল ফোটায়। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একবার নিজেই ব্লেড দিয়ে খুঁচিয়ে স্প্লিন্টার বের করার চেষ্টা করেছিলেন মাহবুবা। পরে জায়গাটায় ঘা হয়ে যায়। নিয়মিত ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। যন্ত্রণা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন হাসপাতালে ছোটেন। মাঝেমধ্যে তিনি পাগলের মতো চিত্কার করে আবোল-তাবোল বলেন।

আহতদের একজন বর্তমান ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান। কিডনি, অণ্ডকোষ, রক্তনালিসহ তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে এখনো ৫৮টি স্প্লিন্টার রয়েছে। শরীরে থাকা স্প্লিন্টারের

যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সবকিছু ফেলে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। শুধু ওদেরই (গ্রেনেডের স্প্লিন্টার) সঙ্গে নিয়ে যাব।’ শারীরিকভাবে আহত হওয়ার পাশাপাশি মানসিক ট্রমা প্রসঙ্গে শেখ বজলুর রহমান বলেন, ‘সেই ভয়াল স্মৃতি আর মনে করতে চাই না।’

২১শে আগস্ট শেখ হাসিনা যে ট্রাকে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, সেই ট্রাকের পেছনে ছিলেন পুরান ঢাকার মাজেদ সরদার রোডের বাসিন্দা স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেত্রী রাশিদা আক্তার রুমা। গ্রেনেডের আঘাতে ১৮টি দাঁত পড়ে যায় তার। ডান পা পচতে পচতে হাড়ে লেগেছে। এখন পচতে শুরু করেছে বাম পা। গ্রেনেড হামলার পর মরার মতো পড়ে ছিলেন। মারাত্মক আহত রাশিদাকে যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাকে মৃত ভেবে কেউ একজন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছিলেন। রাশিদাকেও হামলার কয়েক দিনের মাথায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে রক্ত দিতে হয়েছিল ২০ ব্যাগ। পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে গিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে দেশে ফেরেন হুইলচেয়ারে।

গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন আসমা জেরিন ঝুমুও। গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিল্লুর রহমান, প্রবীণ নেতা আমির হোসেন আমু, প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক, প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম, প্রয়াত মোহাম্মদ হানিফ, ওবায়দুল কাদের, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, প্রয়াত সাহারা খাতুন, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, কাজী জাফর উল্লাহ, পংকজ দেবনাথ, সাঈদ খোকন, নজরুল ইসলাম বাবু, শাহিদা তারেক দিপ্তী, উম্মে রাজিয়া কাজল, আবুল হোসেন মোল্লা, মামুন মল্লিক, কাজী মোয়াজ্জেম হোসেইন, হামিদা খানম মনিসহ পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী।

সূত্র- ইত্তেফাক

আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের

[redacted]

[redacted]

করা যায় কি না এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউসকে প্রধান করে গঠিত কমিটিতে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয় বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

বৈঠক সূত্রে আরও জানা গেছে, করোনা মহামারী-পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য কী ধরনের প্রণোদনা দেওয়া যায়, তা নিয়ে বেজা থেকে একটি প্রণোদনা প্যাকেজের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশে করপোরেট করের হার বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বেশি। যেমন—ভারতে করোনার সময়ে করপোরেট করের হার ২২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৭ শতাংশ করা হয়েছে। চীনে এখন করপোরেট করের হার ২৫ শতাংশ।

এ ছাড়া ভিয়েতনামে ২০ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ২০, যুক্তরাজ্যে ১৯, সিঙ্গাপুরে ১৭, যুক্তরাষ্ট্রে ২১, জাপানে ২৩, মালয়েশিয়ায় ২৪ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৫ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে করপোরেট করের হার ৩০ শতাংশ থেকে শুরু করে ৩৫ শতাংশ। করোনা-পরবর্তী সময়ে করপোরেট করের হার কমিয়ে আনা যায় কি না, কমালে কী হতে পারে, বাংলাদেশ কিভাবে লাভবান হবে—এসব বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দ্রুত একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে নবগঠিত কমিটিকে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ আনতে হলে করপোরেট করের হার কমানোর বিকল্প নেই বলে মনে করে বেজা।

বেজা থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের বর্তমান আমদানিনীতিতে পুরনো শিল্প-কারখানা স্থানান্তর করার সুযোগ নেই। করোনার এই সময়ে বিদ্যমান আমদানিনীতি সংশোধন করে পুরনো শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। সভায় বেজা থেকে আরো বলা হয়, অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদেশি বিনিয়োগ টানতে হলে পুরো ১০ বছরই কর অবকাশ সুবিধা রাখতে হবে, যেটি এখন নেই।

সভায় মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে ‘সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক’ নামকরণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কর্ণফুলী ড্রাইডক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইস্ট-ওয়েস্ট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হোসেন্দী অর্থনৈতিক অঞ্চলকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলো হল ঢাকার পাশে নবাবগঞ্জ অর্থনৈতিক

অঞ্চল, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নওগাঁর সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল, দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সুনামগঞ্জের ছাতক অর্থনৈতিক অঞ্চল, পাবনার বেড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, বরিশালের চরমেঘা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মানিকগঞ্জের শিবালয় অর্থনৈতিক অঞ্চল।

অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মতো বিদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রফতানিতে সমান নগদ সুবিধা পাবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। আগে শুধু দেশীয় কোম্পানি এই সুবিধা পেত।

সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরকে মেরিন ড্রাইভের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় ভয়াল দিন

১৬ বছর আগে এই দিনে মুহুর্মুহু গ্রেনেডের বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ। মানুষের আর্তনাদ আর কাতর ছোটাছুটিতে তৈরি হয় এক বিভীষিকা। গোটা দেশ স্তব্ধ হয়ে পড়ে ওই হামলায়। আজ সেই ২১ আগস্ট, নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ভয়াল দিন।
২০০৪ সালের এই দিনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার সমাবেশে অতর্কিতে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। মারা যান আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমানসহ ২৪ জন। আহত হন শেখ হাসিনাসহ পাঁচ শতাধিক নেতা- কর্মী। সাংবাদিকেরাও আহত হন।

দিবসটি সামনে রেখে গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আওয়ামী লীগ বলেছে, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা ছিল ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালরাতের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতা। আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে সংগঠনের সভাপতি শেখ হাসিনাসহ দলের প্রথম সারির নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যেই ওই ঘৃণ্য হামলা চালায় ঘাতক

চক্র। শুধু গ্রেনেড হামলাই নয়, সেদিন শেখ হাসিনার গাড়ি লক্ষ্য করেও চালানো হয় ছয় রাউন্ড গুলি। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি আহত হন, তাঁর শ্রবণশক্তি চিরদিনের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০০৪ সালের পর থেকে আওয়ামী লীগ গ্রেনেড হামলা দিবস হিসেবে দিনটি পালন করে আসছে। মহামারি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে এবার গ্রেনেড হামলার দিনটি স্মরণে সীমিত পরিসরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন। ২১ আগস্টের সব শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয় বাণীতে।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘এ হামলায় বেঁচে থাকা অনেকে আজও পঙ্গুত্ববরণ করে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। ঘাতক চক্রের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বহীন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে রুখে দেওয়া এবং দেশে স্বৈরশাসন ও জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তা হতে দেয়নি।’

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, ২১ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। ২০০৪ সালের এই দিনে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশে বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত ও জনগণের দোয়ায় তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। আওয়ামী লীগের নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা মানববর্ম তৈরি করে তাঁকে রক্ষা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার হামলাকারীদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ সব আলামত ধ্বংস করে। কিন্তু সত্য কখনো চাপা থাকেনি। পরবর্তীকালে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তে বেরিয়ে আসে বিএনপি-জামায়াত জোটের অনেক কুশীলব এ হামলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল। ২০১৮ সালের অক্টোবরে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় হয়। এর মধ্য দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। আইনি বিধিবিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যত দ্রুত সম্ভব এই রায় কার্যকর করা হবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি।

কর্মসূচি:
গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে আজ শুক্রবার সকাল নয়টায় ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে

নির্মিত বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হবে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের নেতারা, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে উপস্থিত থাকবেন।

গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে ও হতাহতদের স্মরণে সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পালন করতে নেতা-কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। সূত্র: প্রথম আলো

‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’ নিয়ম থেকে সরে এল রেল

ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট হাত বদলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। গত রবিবার থেকে এই ব্যবস্থা চালুর পর বিড়ম্বনায় পড়তে শুরু করেন যাত্রীরা। যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে চার দিনের মাথায় এসে এই কড়াকড়ি শিথিল করলো রেলওয়ে।

আজ বৃহস্পতিবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শরিফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে রেলওয়েতে ভ্রমণকারী সম্মানিত যাত্রীসাধারণের ভ্রমণের সময় জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ভ্রমণের কথা বলা হয়।

কিন্তু বর্তমানে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাধ্যতামূলক জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদর্শন করার বিষয়টি এতদ্বারা শিথিল করা হলো এবং এক আইডি কার্ডে পরিবারের সর্বোচ্চ চারজন সদস্যের টিকেট ক্রয় ও ট্রেন ভ্রমণ করা যাবে।

এর আগে গত ১৩ আগস্ট এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট, রিটার্ন টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট

হস্তান্তরযোগ্য নয়। এটি কেবল মাত্র যে ব্যক্তি বা যাত্রীর ভ্রমণের জন্য প্রদান করা হবে সেই ব্যক্তি এবং সুনির্দিষ্টভাবে যে সকল স্থানে বা মধ্যে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হবে সেই স্থানসমূহের মধ্যে প্রযোজ্য হবে।

যদি কোন ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণের নিজ টিকেট, রিটার্ন টিকেট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকেট কারো নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করে তাহলে উক্তরূপ বিক্রেতা তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয় প্রকারের দন্ডে দন্ডিত হবে।

অনুরূপভাবে টিকেটের ক্রেতা অন্যের টিকিট ব্যবহার করলে অথবা ব্যবহার করার চেষ্টা করলে তাকে একবার একক ভ্রমণের সমান অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য দণ্ডিত করা হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন